চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করলে কঠোর অবস্থানে যাবে সরকার

এবার বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ার পরও কেউ যদি চালের মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন তাহলে সরকার কঠোর অবস্থানে যাবে। প্রয়োজনে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বুধবার (১ জুলাই) মন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এক সেমিনারে একথা বলেন তিনি। সভার সমন্বয় ও সঞ্চালনা করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোসাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় চালকল মালিক সমিতির দুজন করে প্রতিনিধি, খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

চালকল মালিকদের উদ্দেশ্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখেন, সরকারের সঙ্গে করা চুক্তি অনুযায়ী গুদামে চাল সরবরাহ করেন, যদি তা না করেন তবে সরকার চাল আমদানিতে যেতে বাধ্য হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, করোনাকালীন সবাই বিপদগ্রস্ত। এবার না হয় লাভ একটু কম করলেন। প্রত্যেক বার লাভ সমান হয় না। এবার মানুষকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সেবার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। ২০১৭ সালের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিল মালিকদের একটা আত্মার সম্পর্ক রয়েছে।

২০১৭ সালে হাওড়ে বন্যার সময় সরকারিভাবে চাল সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হলে সরকার চাল আমদানির ওপর ট্যাক্স ফ্রি করে দিয়েছিল ফলে ৪০ লাখ মেট্রিক টন চাল বিভিন্নভাবে আমদানি করা হয়। সে কারণে সেই বছর মিল মালিক এবং কৃষক উভয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

তিনি বলেন, কৃষক বাঁচলে ধান উৎপাদন হবে এবং আপনারা চালকল মালিকরা

বেঁচে থাকবেন। কৃষক যাতে বিপাকে না পড়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষক যেন ধানের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এবার আট লাখ মেট্রিক টন ধান কেনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, যেহেতু খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের সঙ্গে আপনাদের ব্যবসা সবসময় করতে হবে, লাভ বেশি হলে চাল সরবরাহ করবেন, লাভ কম হলে চাল সরবরাহ করবেন না- এটা হতে পারে না।

সূত্র- ইত্তেফাক

নভেম্বরেই দৃশ্যমান হবে স্বপ্নের পদ্মা সেতু

আগামী নভেম্বরের মধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। সেতুর সার্বিক উন্নয়ন কাজ জুন মাস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ। আর নদী শাসনের কাজ শেষ হয়েছে ৭৩ শতাংশ। একই সঙ্গে মূল সেতুর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৮৯ শতাংশ। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম ইত্তেফাককে এ তথ্য জানান।

গত ১০ জুন ৩১তম স্প্যান স্থাপনের ২০ দিন পর গত মঙ্গলবার বসানোর কথা ছিল পদ্মা সেতুর ৩২তম স্প্যানটি। মাওয়া প্রান্তে ৪ ও ৫ নম্বর পিলারের ওপর এটি বসানোর সব প্রস্তুতিও ছিল। তবে নদীর তীব্র স্রোতের কারণে এটি নির্ধারিত সময়ে বসানো সম্ভব হয়নি। তবে স্প্যান না বসানো হলেও সেতুর মূল উন্নয়নে এটি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের ইত্তেফাককে জানান, ‘জুলাই ও আগস্টে নদীর স্রোত আরো বাড়তে পারে। আর না বাড়লেও যে স্রোত রয়েছে এমনটি থাকলেও স্প্যান বসানো সম্ভব হবে না। তবে স্প্যান বসানো না গেলেও পদ্মা সেতুর উন্নয়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না। অন্যান্য কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। স্রোত হ্রাস পেলে একই সঙ্গে একাধিক স্প্যান বসানো হবে।’

দ্বিতল সেতুর ওপর দিয়ে সড়কপথ ও নিচের অংশে থাকবে রেলপথ। মূল সেতু নির্মাণের জন্য কাজ করছে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (এমবিইসি) ও নদীশাসনের কাজ করছে চীনের ‘সিনো হাইড্রো করপোরেশন’।

সুত্র- ইত্তেফাক

করোনায় ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ৪১, আক্রান্ত ৩৭৭৫

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার ৮৮৮ জনে।

বুধবার দুপুরে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত একদিনে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ৭৭৫ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এক লাখ ৪৯ হাজার ২৫৮ জনে।

তিনি আরও বলেন, ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার ৪৮৪ জন। সব মিলিয়ে সুস্থ ৬২ হাজার ১০২ জন। নতুন করে মারা যাওয়া ৪১ জনের মধ্যে ৩৮ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী।

এর আগে করোনার ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে নাসিমা সুলতানা বলেন, অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের জন্য সব সেবা চালু আছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিকটস্থ হাসপাতাল থেকে তারা সেবা নিতে পারবেন।

এ সময় বাসায় কেউ অন্তঃসত্ত্বা থাকলেও পরিবারের অন্য সদস্যদের তার প্রতি যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জুন মাসজুড়েই দেশে করোনাভাইরাসের তাণ্ডব চলেছে। ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি জেলায়। এ মাসেই সংক্রমিত হয়েছে প্রায় এক লাখ মানুষ। মারা

গেছেন এক হাজারের উপরে।

প্রাণঘাতী এ ভাইরাসটি সারা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে।

জুলাই মাসেও খুব একটা কমবে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

মার্চ মাসে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর এপ্রিল ও মে মাসে কিছুটা হলেও ধীরে চলেছে।

কিন্তু জুন মাসেই কোভিড-১৯ ভয়ংকর রূপ নিয়ে দেশজুড়ে তাণ্ডব চালাতে থাকে। সুত্র-যুগান্তর

ঢামেকে ২০ কোটি টাকা খাবার বিলের খবর মিথ্যা: হাসপাতাল পরিচালক

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে করোনাভাইরাস চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের খাবারের বিল নিয়ে ওঠা বিতর্কের ব্যাখ্যা দিয়ে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একেএম নাসির উদ্দিন বলেছেন, খবরটি পুরোপুরি মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বলেন, এক মাসে কোনো অবস্থাতেই খাবার বিল ২০ কোটি টাকা করা হয়নি। হাসপাতাল পরিচালক গত দুই মাসের ব্যয়ের হিসাবও ব্যাখ্যা করেছেন।

বুধবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

নাসির উদ্দিন বলেন, গত দুই মাসে করোনা রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন চিকিৎসক, নার্স, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী এবং আনসার সদস্যসহ মোট ৩ হাজার ৬৮৮ জন। ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী, তারা এক সপ্তাহ করোনা ওয়ার্ডে ডিউটি করার পর পরবর্তী তিন সপ্তাহ আবাসিক হোটেলে কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। এ হিসাবে প্রত্যেককে ১ মাস

করে আবাসিক হোটেলে অবস্থান করতে হয়।

খরচের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, গত দুই মাসে আবাসিক হোটেল ভাড়া, দৈনিক তিন বেলা খাবার এবং যাতায়াত ভাতাবাবদ সম্ভাব্য ব্যয় ২৬ কোটি টাকা হিসাব ধরে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে ২০ কোটি টাকার চাহিদাপত্র পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু বিভিন্ন গণমাধ্যমে চিকিৎসকদের এক মাসের খাবার খরচ বাবদ ২০ কোটি টাকা শীর্ষক প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একেএম নাসির উদ্দিন বলেন, আমরা মে-জুন মাসের বাজেট ২০ কোটি টাকা দিয়েছিলাম। অর্থ মন্ত্রণালয় সেই টাকা ছাড় করেছে। সেই টাকা নিয়ে কথা উঠছে।

পরিচালক বলেন, ২০ কোটি টাকার মধ্যে হোটেলে থাকা, খাওয়া ও যাওয়া-আসার খরচও অন্তর্ভুক্ত।

তিনি বলেন, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যাতায়াতের জন্য বিআরটিসির চারটি দ্বিতল বাস ভাড়া করা হয়। এক মাসে বাস ভাড়া ৪৬ লাখ ৯৮ হাজার ৮৭০ টাকা। সেই হিসাবে দুই মাসে পরিবহন ব্যয় প্রায় ১ কোটি টাকা। হিসাব করে দেখা গেছে, পরিবহন ব্যয়, হোটেলে থাকা- খাওয়াসহ দুই মাসে প্রায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এক মাসের ব্যয় হিসাব করে দুই মাসের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ জুন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকা মেডিকেলের চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এতে হোটেল ভাড়া ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকা, খাবার খরচ বাবদ সাড়ে ৫ কোটি, পরিবহন বাবদ ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এই টাকা এখনও কোনো হোটেল কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয়নি।

হাসপাতালের পরিচালক বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক-নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী মহামারীর এ দুর্যোগকালীন জীবন ঝুঁকি নিয়ে করানো রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। এর পরও এ ধরনের উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত সংবাদ আমাদের ব্যথিত করেছে।

নাসির উদ্দিন বলেন, একজন ভদ্রলোক একটা বক্তব্য দিলেন, সেটি নিয়ে সমগ্র দেশ বিভিন্ন রকম কমেন্টস করল, যা আমাদের দারুণভাবে হতবাক করেছে। একজন লোক একটা মিথ্যা বক্তব্য দিলে পুরো দেশের মানুষ

তার পেছনে চলে যাবে?

তিনি জানান, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ওই অভিযোগ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। তারা এর ব্যাখ্যা দেবেন।

‘ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সব কিছুর প্রমাণ দেবে। আমরা তো সরকারি কর্মকর্তা, আমাদের বিষয়ে তো নিশ্চয় সেই সিদ্ধান্ত হবে যদি আমরা সঠিকভাবে কাজ না করি। কিন্তু যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান বা যে ব্যক্তি ওই মন্তব্য করে আমাদের সমগ্র চিকিৎসক সমাজ ও আমাদের এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে অপদস্ত করেছে।’

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সেবাদানকারী ‘চিকিৎসকদের এক মাসের খাবার খরচ ২০ কোটি টাকা’ শিরোনামে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় সম্প্রতি। এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। সোমবার জাতীয় সংসদে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রীও প্রশ্ন তুলে বলেন, এক মাসে খাবার খরচ ২০ কোটি টাকা কী করে হয়? বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ২০ কোটি টাকা খরচের ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হলেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একেএম নাসির উদ্দিন। সূত্র-যুগান্তর

বুড়িগঙ্গায় লঞ্চডুবিতে মৃত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন: বাবুনগরী

ছোট লঞ্চ মর্নিং বার্ড। অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে নিরাপদেই ঢাকার সদরঘাটে এসে পৌঁছে। গন্তব্যস্থল শ্যামবাজার কাঠপট্টি ঘাট থেকে লঞ্চটির দূরত্ব আর মাত্র ২০০ হাত। লঞ্চের যাত্রীরা নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু তীরে ভেড়া হলো না। পেছনের দিকে আসতে থাকা দৈত্যাকার ময়ূর-২ লঞ্চ ছোট মর্নিং

বার্ডকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতেই কাত হয়ে ডুবতে থাকে লঞ্চটি। মহাবিপদের আঁচ করতে পারা যাত্রীদের তখন গগনবিদারী আর্তনাদ। ‘বাঁচাও বাঁচাও’ চিৎকারে প্রকম্পিত হয় বুড়িগঙ্গার দুই তীর। সে চিৎকার বেশিক্ষণের নয়। মুহূর্তে ডুবন্ত ছোট লঞ্চটির ওপর পুরো দেহ উঠিয়ে দেয় ময়ূর। তলিয়ে যায় যাত্রীভর্তি আস্ত লঞ্চটি।

রাজধানীর বুড়িগঙ্গা নদীতে এই লঞ্চডুবির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

তিনি বলেছেন, শরীয়তের পরিভাষায় এ দুর্ঘটনায় নিহত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবেন। স্থানীয় জেলা প্রশাসনও জনপ্রতিনিধিদের দুর্ঘটনায় শিকার ব্যক্তিদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। বুধবার সংবাদমাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন জুনায়েদ বাবুনগরী।
নিহতদের পরিবারের খোঁজ-খবর নেয়াসহ সাধ্যমতো ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসতে হেফাজত নেতাকর্মীদের প্রতিও বিশেষ আহ্বান জানান তিনি।

বিবৃতিতে আল্লামা বাবুনগরী বলেন, বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৩৩ জনের মৃত্যুর হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। শরীয়তের পরিভাষায় নিহত মুসলমানরা শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। আমি নিহতদের মাগফিরাত কামনা করছি ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

হেফাজত মহাসচিব আরও বলেন, নৌ পরিবহনের চালক ও দায়িত্বশীলদের অবহেলায় কিছুদিন পর পর লঞ্চডুবি ও নৌকাডুবির দুর্ঘটনা ঘটে। এর ফলে দেশের নৌপথ যাতায়াত ব্যবস্থা জনগণের আস্থা হারাচ্ছে।

সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে লঞ্চডুবির ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে নৌ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানান হেফাজত মহাসচিব ।

সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবী জানান হেফাজত মহাসচিব।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ : [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

হয়তো হয়নি।’

কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির শিশির, মানবাধিকার কর্মী মুশতাক আহমেদ ও দিদারুল ভুঁইয়া এবং ব্যবসায়ী মিনহাজ মান্নান ইমনের গ্রেফতারের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ‘‘সম্প্রতি ভার্চুয়াল আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। তারা সবাই করোনা নিয়ে ‘ফেসবুকে গুজব ছড়ানোর’ অভিযোগে এক মাসের বেশি সময় আগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।’’

এইচআরডব্লিউ’র দাবি, ‘বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রযুক্তি মাধ্যমের জন্য করা হলেও এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বক্তব্যকেও এখন অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।’

এই মহামারীর সময়ে ‘মারাত্মক অপরাধ’ না করা ব্যক্তিদের জেল থেকে মুক্তি দেয়ারও আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়, ‘কভিড-১৯ নিয়ে সমালোচনা করা ব্যক্তিদের না খুঁজে কাজলের মতো যেসব ব্যক্তি অন্যের বিপদের কারণ হননি, তাদের বাংলাদেশ সরকারের মুক্তি দেয়া উচিত।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এবারের ঈদে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গণপরিবহন চালু রাখার সিদ্ধান্ত সরকারের

আসন্ন ঈদ-উল-আজহার সময় সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গণপরিবহন চলাচল করবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১ জুলাই থেকে ৩ আগস্টের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নতুন নির্দেশনা দিয়েছে।

এতে বলা হয়, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আজহার সময় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ অনুসরণপূর্বক কোরবানির পশুরহাট আয়োজনের অনুমতি প্রদান করা যাবে এবং উল্লিখিত স্বাস্থ্যবিধি

অনুসরণ করে সীমিত পরিসরে গণপরিবহন ও যানচলাচল অব্যাহত থাকবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, এসময়ে সীমিতভাবে সরকারি-বেসরকারি অফিস চলমান থাকবে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গণপরিবহনও (বাস, লঞ্চ ও ট্রেন) চালু থাকবে। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আবুধাবি থেকে ফিরলেন আরও ১৫২ বাংলাদেশি

করোনা প্রাদুর্ভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীতে আটকে পড়া আরও ১৫২ জন বাংলাদেশি ইউএস-বাংলার একটি বিশেষ ফ্লাইটে করে দেশে ফিরেছেন। আজ বুধবার সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে তারা ঢাকা পৌঁছান।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইউএস-বাংলার জনসংযোগ শাখার জিএম মো. কামরুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এয়ারক্রাফট দিয়ে এই বিশেষ ফ্লাইট পরিচালনা করে।

তিনি জানান, আবুধাবি থেকে প্রত্যেক যাত্রী করোনাভাইরাস নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ভ্রমণ করেছেন।
মহামারীর কারণে বিশ্বে বিমান যোগাযোগ সীমিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ লকডাউন ঘোষণা করায় অনেকে বিভিন্ন দেশে আটকা পড়েন।

বাংলাদেশ থেকে ১৭টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে এখন কেবল লন্ডন ও চীনে সরাসরি ফ্লাইট চলাচল করছে। আর ঢাকা থেকে কাতারে ট্রানজিট যাত্রীরা চলাচল করতে পারছেন। এ অবস্থায় বিশেষ ফ্লাইটে বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

গত তিন মাসে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, তুরস্ক, মালদ্বীপ, কুয়েত, কাতার, ভারত, মালয়েশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কয়েক হাজার বাংলাদেশি বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন। সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সব রেকর্ড ছাপিয়ে করোনায় একদিনে ৬৪ মৃত্যু, শনাক্ত ৩৬৮২

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে রেকর্ড ৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৮৪৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৬৮২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৮৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮৪৪ জন এবং মোট সুস্থ ৫৯ হাজার ৬২৪ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৮ হাজার ৮৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৮ হাজার ৪২৬টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৬৮২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৮৩ জন। শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৫২ জন ও নারী ১২ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৮৪৭ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৮৪৪ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৫৯ হাজার ৬২৪ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৯৮ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৭ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ২১ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ১১ মারা এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ৩১ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, রাজশাহীতে ৭ জন, সিলেটে ২ জন, খুলনায় ৭

জন, বরিশালে ২ জন এবং ময়মনসিংহে ২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৫১ জন ও বাড়িতে ১৩ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

গ্রামীণফোনের ওপর বিধিনিষেধ স্থগিত চেয়ে রিট

গ্রামীণফোনের ওপর বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) বিধিনিষেধ স্থগিতের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। সোমবার প্রতিষ্ঠানটির আইনজীবী ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান রিট দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিটিআরসির চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টদের রিটে বিবাদী করা হয়েছে। ব্যারিস্টার মোস্তাফিজুর রহমান খান জানান, বিটিআরসি আরোপ করা বিধিনিষেধ স্থগিতের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। তবে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয়ে গ্রামীণফোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপাতত রিট শুনানি করা হচ্ছে না। সুত্র-যুগান্তর